টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই ফাল্গুন বুধবার; ১৩৭৬ ইং 14th Feb. 1970 | ৩৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও কালির জন্য ঘরে দুরে দাগ পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সাহসিকতার জন্য পুরস্কার

মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রজাতন্ত্র দিবসে জঙ্গিপুর মহকুমার সূতী থানার কাশিমনগর গ্রামের শ্রীমানিকচন্দ্র দাসকে সাহসিকতার জন্য "হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী রৌপ্যপদক" প্রদান করেন। কাশিমনগরে এক বৃদ্ধার গৃহে আগুন লাগিলে শ্রীমান্ মানিক নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া বৃদ্ধার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। সে বৃদ্ধাকে তার আসবাবপত্র সহ নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে। নিজে সাংঘাতিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়। তাহার সৎ সাহস ও সদিচ্ছা অনুকরণীয়।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ঘুষখোর বাবুর টেরীর উপর
হয় না কেন বজ্রপাত,
কাঙাল কাঁদা ঐশ্বর্য্যতে
করি আমি পদাঘাত।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ উত্তর শ্রীপঞ্চমী ॥

সর্বশুক্লা সরস্বতী শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে যথারীতি অর্চিতা হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে দেবীকে নানা সমারোহে বরণ করা হইয়াছিল। এখন পূজা মণ্ডপগুলি ভাঙ্গা হইতেছে। ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবি, গৃহস্থ প্রভৃতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। কারণ চাঁদার খাতা হাতে বালখিল্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়স্কদের যথাক্রমিক দৌরাত্ম্য ও উপরোধ আর চলিবে না।

পূজার উপকরণ সংগ্রহ, উপচার সাজান এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান বিদ্যার্থীদের একটি অবশ্য কর্তব্য। অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সারস্বতবর্গ বলিয়াছেন—'মা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।' ইহার জন্য ঢক্কানিনাদ বা মাইকের অমায়িক সঙ্গীত পরিবেশনের প্রয়োজন থাকে না। ইহা এমন একটি ক্ষেত্র, যাহা স্থির এবং নিষ্ঠাপূর্ণ। চাঞ্চল্য বহিরঙ্গে। অবশ্য এই জিনিসেরই প্রাধান্য। আজ সংঘ-সমিতিগুলিতে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। পূজা-মণ্ডপ-সজ্জায় দৃষ্টি দিতে হয় বেশী। কোথাও দেবী উচ্চে সমাসীনা, নিম্নে খণ্ডিত ভারতের সীমারেখা বিচিত্র বর্ণের অটোমেটিক বাল্‌বে অপূর্বদর্শন। কোথাও জলাশয়ের প্রতীক হিসাবে নির্মিত চৌবাচ্চায় সদ্যোস্নাত কালিদাস প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা দেবীর বর লাভ করিতেছেন, চৌবাচ্চার বিপর্যয়ে ভক্তবৃন্দ জলের যোগান দিতে হিমসিম খাইয়াছেন। আবার কোন মণ্ডপে দেবী হংসবাহনে শূন্যপথে আসিতেছেন। তাঁহাকে বরণ করিতে মৃন্ময়ী সখীরা প্রস্তুত। দেবী কি ভাবিতে-ছিলেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে?' ব্যস্ততা আরও একটি জায়গায়। ফল-সবজি আনাজ-মিষ্টান্ন বিক্রেতারও এই সময় মওকা মিলে। দরের কোন বালাই নাই। সংগ্রহের ধুম চতুর্দিকে।

জাড্যতানাশিনী মা আমাদের জড়ত্ব দূর করুন; অজ্ঞানতার তিমির হইতে তিনি আমাদের আলোকের পথে লইয়া যান। তিনি আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলুন। 'সা মে বসতু জিহ্বায়াং··।' বলিতে হইবে না। দেবী বহুপূর্ব হইতেই আমাদের জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা। তাঁহার প্রসাদে আমরা রাজ্যের রাজনীতিতে তীব্র বাগ্‌দ্বন্দ্ব চালাইয়াছি। সরকারকে অসভ্য, বর্বর আখ্যা দিয়াছি। সংবিধানের ধারা উপধারা লইয়া যুদ্ধ চালাইয়াছি। বলিয়াছি, কেওসের মধ্যেই কসমস এবং এইটাই ডায়ালেক্‌টিক্‌স্। মঞ্জুবাক আমরা দেবীর কৃপালাভে বঞ্চিত নহি। হায়, রাইটার্স্ বিল্ডিংস-এ তিনি কেন আরাধিতা হইলেন না! আর জড়তা নাশ? সে কথা না তোলাই ভাল। কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা অঞ্চল শুধু নয়, সর্বত্রই আমরা কর্মতৎপর।

পূজার আনুষঙ্গিক যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত করিয়া বলি, 'অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ' অতএব—'যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে'। আর ঢাক-ঢোল-কাড়া নাকাড়া-মৃদঙ্গমাদল-'চল্‌ছে কারা' চীৎকার-আলোক-সজ্জা উদ্দাম নৃত্যে গমগমিতা ও ঝলমলিতা দেবী তাঁহার বিদায় দৃশ্যে তাবৎ ভক্তকুলকে পুলকিত করেন। কোথাও দেবী আর্থিক অসঙ্গতিহেতু গলিপথ ধরিয়া গঙ্গাযাত্রা করিলেন। কোথাও সারস্বতগণ অধোবদনা দেবীকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া এবং রাস্তার যানবাহনের উৎক্ষিপ্ত ধুলায় ধূসরিতা হইতে দিয়া জ্ঞানচর্চ্চার আয়োজন করিতেছিলেন। তবুও প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যাহে বলিব—'দেবি, স্বাগতং তে সুস্বাগতম্।'

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

যুক্তফ্রন্টের সাতটি দলের নেতাদের স্বীয় বাসভবনে ডেকে এনে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার উন্নতি না হলে নতুন নেতা দেখতে হবে।

গদী আঁকড়ে থাকলে কে দেখতে যাবে বলুন তো?

* * *

শ্রীকামরাজ সালেমে এক মহিলা সম্মেলনে বলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী উত্তর প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে ব্যস্ত।

তিনি 'কংগ্রেস' কথাটির পূর্বে 'আদি' বা 'নব' কিছু ব্যবহার করেন নি। তা হোকগে। 'কুছ্ কাম করো, রাজ, কাম করো।'

* * *

পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্টি সংকটে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী আসন্ন প্রসবার গর্ভযন্ত্রণা দেখছেন।

এখন কোন্ দাওয়াই-এ কাজ হয় দেখা যাক। হয় সুপ্রসব, না হয়, ফরসেপ্ ডেলিভারী।

* * *

একটি বিজ্ঞাপনে পুত্র হাবা ছন্দের সন্ধান পেল—

'কাশ্মীরী শাল॥ মোহিনী কাঞ্জিলাল।'

উদীয়মান হবু কবি।

* * *

'মোয়িকল গঁদ চিরকালের জন্যে কাঠ জুড়ে দেয়।'—বিজ্ঞাপন।

আহা, রাজ্যের মুখ্য ও উপমুখ্য মন্ত্রীদের যদি জুড়ে দিতে পারত!

* * *

জনৈক ভদ্রলোক: আরে মশাই, অলিতে গলিতে সরস্বতী পূজো, দিনের দিন বাড়ছে। আচ্ছা লগনচাঁদা ছেলে সব, চাঁদা ছাড়া কথা নেই।

কাতুখুড়ো মন্তব্য করলেন: দেখুন, পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যা বাড়ছে। দেবীকে প্রসন্না করার দরকার ত! তাছাড়া দিলবাহারী গান আর টুইষ্ট নাচের সুযোগ কে ছাড়বে বলুন?

যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জের বুকে কৃষক যুবকের সাম্মলিত

বিক্ষোভ মিছিল।

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী—আজ এখানে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র জঙ্গিপুর শাখার ডাকে একটি সুবৃহৎ মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে স্থানীয় মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারক-লিপি প্রদান করে। বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্টের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের বলে বলীয়ান হয়ে স্থানীয় জোতদাররা গত কয়েকদিন ধরে সারা অঞ্চল জুড়ে কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে উদ্যত হয়। কিন্তু সংগঠিত মেহনতী মানুষের প্রতিরোধে জোতদারদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ বানচাল হয়ে যায়। জোতদারদের আক্রমণ বানচাল করার পরেই সহস্রাধিক কৃষক ও যুব-কর্মী যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে ও জোতদারদের হুঁসিয়ার করার জন্য একটি সুসজ্জিত মিছিল নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন।

আজকের এই দৃপ্ত মিছিলের বলিষ্ঠ আওয়াজে স্থানীয় আপোষকামী-শোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব শিউরে উঠেছে। এই মিছিলের সমবেত মেহনতী মানুষের সামনে জঙ্গিপুর শাখার সম্পাদক কমরেড পার্থসারথি নাথ বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। কমঃ নাথ তাঁর ভাষণে, সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়াশীল উস্কানীর উর্দ্ধে থেকে কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। স্থানীয় জোতদারদের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তের কথা বলতে গিয়ে, কমঃ নাথ বলেন যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে মিনিফ্রন্ট গঠনের স্বপ্ন যারা দেখছেন তারা যেন, এই জনগণের রায়ের কথা ভুলে না যান, তাহলে কৃষক-শ্রমিক জাগরণের এই ইতিহাস থেকে তাদের নাম সম্পূর্ণ মুছে যাবে। কমরেড জিতেন সাহা ও কমরেড অনিল মুখার্জ্জিও ভাষণ দেন।

আজকের মিছিলে নেতৃত্ব দেন যুবক-কর্ম্মী কমঃ সুশান্ত পাণ্ডে, কমঃ মুকুলকুমার, কমঃ সুফলজান সেখ, কমঃ অনিল মাঝি, কমঃ অনুপ ব্যানার্জ্জি, কমঃ আকবর আলি প্রভৃতি। গত কয়েক দিন আগেও হারুয়া আঞ্চলিক কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তিন শতাধিক কৃষক-কর্মীর এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

—সংবাদদাতা

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ও বিভিন্ন সংঘ-সমিতির সারস্বতবর্গ রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মহাসমারোহে বাগ্দেবীর অর্চনা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সংঘ সমিতিগুলিতে অবশ্য ইহার জের কিছুদিন ধরিয়াই চলিতে থাকে। বিচিত্রানুষ্ঠান, অভিনয়, আলোকসজ্জা ও কর্ণবিদারী মাইক বাজান এই পূজার একটি বিশেষ আঙ্গিক। এবারে একটি পূজা মণ্ডপে শ্রীপঞ্চমীর সুপ্রভাতে "পাগল মুঝে কর দিয়া"—গানখানি পাড়া কাঁপাইয়াছিল। তখন না বুঝিলেও পরে বুঝিয়াছিলাম, সুনির্বাচিত এই রেকর্ডখানি বাজাইবার সার্থকতা আছে।

বাণী-বন্দনার বহু পূর্বে হইতেই যে প্রস্তুতি চলে, তাহাও লক্ষণীয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘোষিত হয় শালু কাপড়ে 'শিশু কিশোর-বালক-তরুণ-যুবক বন্ধু-মিলনী-সৎসঙ্গী-অমরজ্যোতি-উদয়' দলগুলির প্রস্তুতি পর্ব। আঁতকাইয়া উঠে বুক। চাঁদার খাতা আসিতে আর দেরী নাই। অন্তসমিতি আর বৃদ্ধ-সংঘ বাদ গেল কেন? যাহা হউক, সংঘকে কেন্দ্র করিয়া বালক, তরুণ, যুবক (পড়ুয়া অথবা সে পাট চুকাইয়া দেওয়া)—দিব্য মণ্ডল হইয়া পূজা প্রকরণের প্ল্যান করে। পূজার তিনটি দিন ও তাহারও পরে কিছুদিন আনন্দ চলে।

এক এক পাড়ায় চার পাঁচটি দল ব্যাঙের ছাতার মত গজায়। কোথাও কোথাও চোঙপ্যান্ট T-শার্টে কায়দাদুরস্ত ভাবখানা বজায় রাখিয়া একনিষ্ঠ ভক্তেরা মণ্ডপের চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করেন। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মনোভাবটি বড় স্পষ্ট! হরেক রংয়ের বিজলীবাতি টাঙ্গান আর কাপড় বাঁধার চোটে প্রতিমা অস্থির। সংঘীদের 'মনভোমরা' সংঘের মণ্ডপ-কোটায় আবদ্ধ থাকায় মণ্ডপের চাকচিক্য-বিধানেই সময় যায়। দেবী জলগ্রহণ করেন অপরাহ্নে। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় মাইকে সামনে বাজিয়া চলিয়াছে "মেরে স্বপ্নো কী রাণী তুঝে আয়ে গী তু" 'ছোটীসী মূলাকাৎ প্যার্ বন গয়ী। ....., 'বোল্ রাধা .....', '.....আবদুল্লা নাগিন-বালা.....', 'মেরে গদ্‌ধা... ' প্রভৃতি গানের রেকর্ড। নির্বাচন তারীফযোগ্য। বাংলা গান মা শুনিবেন কি করিয়া? হিন্দী যে রাষ্ট্রভাষা! দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিমা-নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় ধুনাচি লইয়া উদ্দাম নৃত্য অথবা হিন্দী ছায়াছবির 'হিট' করা ছবির নটের বিজাতীয় নৃত্য অনুকরণ করিয়া মায়ের প্রসাদ ভিক্ষা দেখিবার মত। কোন কোন প্রতিমা নটীর ভঙ্গিমায় বরমুদ্রা (বক-মুদ্রা?) প্রদর্শনরতা।

আপন আপন সন্তানকে লেখাপড়ায় নিষ্ঠাবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টার্য় শঙ্কা বিহ্বল গৃহস্থ মাসিক খরচের ঘাটতি বাজেটে 'শাকের আঁটি' দিয়া বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করিয়াছেন। পূজার সময়ে সন্তানগণ নিজ নিজ ক্লাবের মণ্ডপে। নমো নমো করিয়া পূজা সারিয়া মাইক-ব্যাণ্ড-আলোকসম্পাতের প্রাচুর্য দেখাইতে পারিলেই হইল। তাই সরস্বতী পূজা এত ব্যাপক। দুর্গোৎসব হইতে উৎসাহের যে জোয়ার, শ্রীপঞ্চমীর পর তাহার ভাটা। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ বছরের বাকী সাতটি মাস তাঁহারা চাঁদা যোগাইবার পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। শ্রীপঞ্চমী আজ নেশা, পেশা অথবা অবসরবিনোদন—কোন্‌টি? সত্যই, যে কেহ মনে করিতে পারেন—"পাগল মুঝে কর দিয়া।"

দেওয়ালে দেওয়ালে লিখন পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালায় পশ্চিমবঙ্গ এন, এম, টি, পি, (এস এণ্ড এক) এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসঞ্জিত-

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

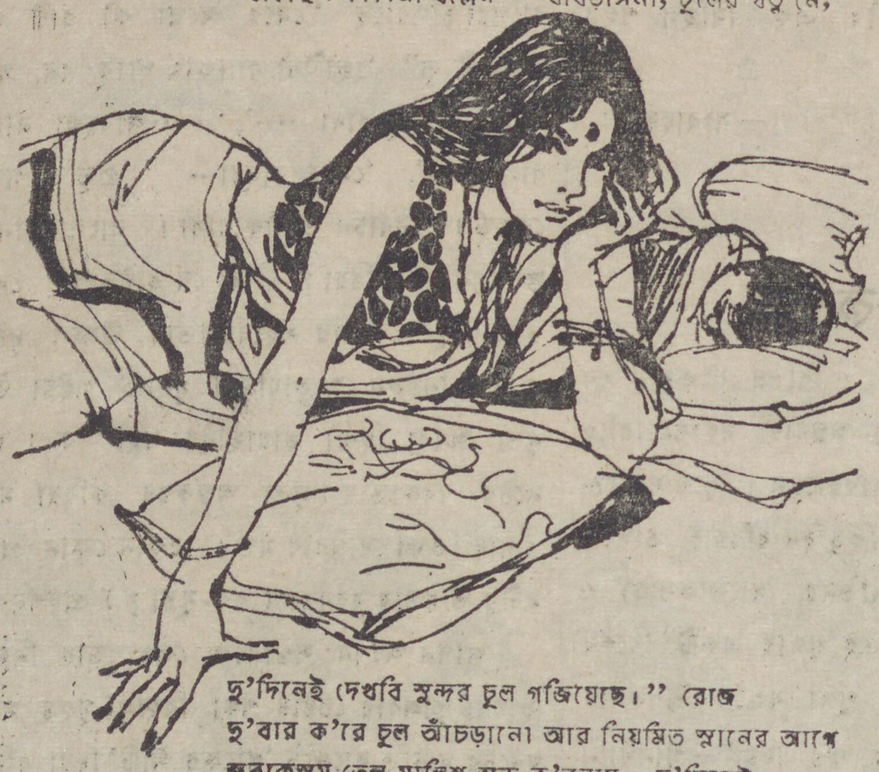

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় জেলা সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক এবং এই মহকুমার বিভিন্ন থানার সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন সমস্যা, দাবি দাওয়া ও সাংগঠনিক বিষয়াদির আলোচনা হয়। বক্তাগণ সকলেই ম্যালেরিয়া বিভাগের ষ্টেনসিল প্রথার (দেওয়ালে দেওয়ালে লিখন) বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। স্থানীয় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সংবাদপত্রে প্রকাশিত ষ্টেনসিল প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সর্ব্বশেষে ষ্টেনসিল প্রথা অবলুপ্তির জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ছাত্র পরিষদের জেলা কনভেনসন্

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে ছাত্র পরিষদের জেলা কনভেনসন্ হয়। উক্ত সভায় শ্রীসুদীপ ব্যানার্জ্জী ও ছাত্রনেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শ্রীস্বপন গোস্বামী, শ্রীতমাল দে প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করেন। বহরমপুর, কান্দী, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর ও অরঙ্গাবাদ কলেজের ছাত্রনেতারা ঐ সভায় যোগদান করেন। ঐ দিন কান্দীর ছাত্র-পরিষদের সম্পাদক শ্রীতমাল দের অনুপস্থিতিতে সি, পি, এম-এর লোকেরা গলায় লাল রুমাল বেঁধে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে তাঁর মা ও বোনকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার করে। ঐ ঘটনার প্রতিবাদে সারা জেলার মত জঙ্গিপুর কলেজ ও রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ছাত্ররা ধর্ম্মঘট ডেকে স্কুল কলেজ বন্ধ করে এবং পথ মিছিল করে মহকুমা-শাসক অফিসে গিয়ে জ্যোতি বসুর নিকট পাঠাবার জন্য একটি স্মারক-লিপি মহকুমা-শাসক মহোদয়কে দেয় এবং সি, পি, এমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

—সংবাদদাতা